সপ্তম অধ্যায়

সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া

বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ▶১ মাইশার মা-বাবা দুজনেই চাকরিজীবী। কাজের মেয়ের তত্ত্বাবধানে সে বড় হচ্ছে। প্রায়ই তার মা-বাবার মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ হয়। অনাদরে-অবহেলায় বড় হওয়ার কারণে সে অন্য মানুষদের সাথে খাপ খাইয়ে চলতে পারে না। শুধু তাই নয়, তার মধ্যে আত্মবিশ্বাসের ঘাটতিও প্রবল। *[সকল বোর্ড-২০১৫]*

ক. সামাজিক পরিবর্তন কাকে বলে? ১

খ. খেলার সাথি কোন ধরনের সামাজিক গোষ্ঠী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. মাইশার খাপছাড়া আচরণের জন্য সামাজিকীকরণের কোন বাহনটি দায়ী? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত বাহনের প্রভাবে মাইশার ভবিষ্যৎ জীবনে কী নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে? বিশ্লেষণ কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজের এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তরকে সামাজিক পরিবর্তন বলে।

খ পরিবারের পর খেলার সাথি হলো দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক গোষ্ঠী।

সঙ্গীদলের সাথে খেলতে গিয়ে শিশু যেমন অন্যদেরকে তার আচরণ দ্বারা প্রভাবিত করে, তেমনি অন্যের আচরণ দ্বারাও নিজে প্রভাবিত হয়। সঙ্গীদের সাথে মেলামেশার ফলে পরিবারের বাইরে যে একটি জগৎ আছে সে সম্পর্কে শিশু সচেতন হয়। পারিবারিক আবহে স্নেহ-যত্নের প্রাধান্য থাকলেও বহির্জগতের পরিবেশে শিশুকে সহনশীলতা, নিয়ম-শৃঙ্খলা, দায়িত্ব-কর্তব্য ইত্যাদি শিখতে হয়। এ সময়ে অনেক শিশুর মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলিও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

গ মাইশার খাপছাড়া আচরণের জন্য সামাজিকীকরণের পরিবার বাহনটি দায়ী।

শিশুর সামাজিকীকরণে পরিবার প্রাথমিক বাহন হিসেবে কাজ করে, শিশুর শিক্ষার প্রথম হাতেখড়ি হয় পরিবারেই আর শিশুরা যেহেতু অনুকরণপ্রিয় সেহেতু পারিবারিক পরিবেশে শিশু যা শেখে, ব্যক্তিত্বগঠনে তা আজীবন ভূমিকা পালন করে। এজন্য দেখা যায়, বাবা-মা যে আদর্শ ও সংস্কৃতিতে বিশ্বাস করে, শিশুরাও সাধারণত সেই আদর্শ ও সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী হয়। তাই সামাজিকীকরণের বিভিন্ন উপকরণের মধ্যে পরিবারই শিশুর সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে অধিক প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই, মাইশার বাবা-মা দুজনেই চাকরিজীবী হওয়ার কারণে সে কাজের মেয়ের তত্ত্বাবধানে বড় হচ্ছে। প্রায়ই তার মা-বাবার মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ হয়। অনাদরে-অবহেলায় বড় হওয়ার কারণে সে পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে চলতে পারে না। তার মধ্যে আত্মবিশ্বাসের ঘাটতি প্রবল। এরূপ আচরণের জন্য তার পরিবারই দায়ী। কারণ পরিবারের যথার্থ ভূমিকার প্রভাব মাইশার জীবনে নেই। এর ফলে তার আচরণে অস্বাভাবিকতা লক্ষ করা যায়। যদি তার বাবা-মা তাকে সময় দিত, সব সময় ঝগড়া-বিবাদ না করত, তাহলে মাইশার আচরণে অস্বাভাবিকতা দেখা দিত না।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, সুষ্ঠু সামাজিকীকরণের মাধ্যমে যেমন পরিবার শিশুর সঠিক ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলতে পারে আবার পরিবারের অবহেলায় বা সচেতনতার অভাবে শিশুর সঠিক ব্যক্তিত্বের বিকাশ ব্যাহত হয়।

ঘ পরিবারের সঠিক ভূমিকার অভাবে মাইশার ভবিষ্যৎ জীবনে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে।

মাইশার বাবা-মার মধ্যকার ঝগড়া-বিবাদ তার মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফেলবে। এর ফলে তার মধ্যে অসুখী মনোভাব গড়ে উঠবে, যা তার ব্যক্তিত্বের বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করবে। এছাড়া তার বাবা-মার মধ্যকার দ্বন্দ্ব বা উত্তেজনা সে নিজের মধ্যে অনুভব করবে। এর থেকে তার মনে অসহায়বোধ জন্ম নেবে, যা পরে উগ্র ও অসামাজিক আচরণের জন্ম দেবে। এছাড়া তার বাবা-মার মধ্যকার দ্বন্দ্বের কারণে তার মধ্যে ঈর্ষা, হঠকারিতা, স্বার্থপরতা, অপরাধপ্রবণতা ইত্যাদি আচরণের বহিঃপ্রকাশ দেখা দিতে পারে। মাইশার বাবা-মা ব্যস্ততার কারণে তাকে সময় দিতে পারে না। এর ফলে কাজের মেয়ের তত্ত্বাবধানে সে বড় হচ্ছে। কাজের মেয়ের কাছে বড় হওয়ার কারণেও তার আচরণে অস্বাভাবিকতা দেখা দিতে পারে। কারণ পিতা-মাতা যেভাবে আদর-যত্ন ও ভালোবাসা দিয়ে বড় করে কাজের লোক সেভাবে করে না। এর ফলে আদর-যত্নের ঘাটতির কারণে মাইশার ব্যক্তিত্ব গঠন বাধাগ্রস্ত হতে পারে। অবহেলা-অনাদরের কারণে তার মধ্যে আত্মবিশ্বাসী মন গড়ে উঠবে না। সে কাউকে আপন মনে করবে না। কারো প্রতি তার ভালোবাসা জন্মাবে না। এর ফলে সে স্বাভাবিক পরিবেশে খাপ খাইয়ে চলতে পারবে না। বাবা-মার মধ্যকার দ্বন্দ্বের কারণে সে সব সময় হীনম্মন্যতায় ভুগতে পারে, যা তার স্বাভাবিক বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করবে। বাবা-মার ভালোবাসা শিশুকে আত্মপ্রত্যয়ী করে তোলে। তার ব্যক্তিত্ব বিকাশ সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক হয়। কিন্তু মাইশার ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম দেখা দেবে, যা তাকে সমাজজীবনে নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন করবে।

আলোচনার শেষে বলা যায়, পিতা-মাতার যথার্থ ভূমিকা পালনে ব্যর্থতা মাইশার জীবনকে ব্যর্থ করে দেবে। সে সমাজে স্বাভাবিক মানুষ হিসেবে জীবনযাপনের সক্ষমতা হারিয়ে ফেলবে।

প্রশ্ন ▶২ সম্প্রতি ভারতের উচ্চ আদালত হিজড়েদের তৃতীয় লিঙ্গ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এর মধ্য দিয়ে হিজড়েরা সামাজিক, মানবিক তথা নাগরিক অধিকার ভোগ করার আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি পেল। আদালতের যুক্তি ছিল— হিজড়েরা স্বাভাবিক মানুষ হলেও তাদের অস্বাভাবিক আচরণের কারণ হলো সামাজিকভাবে তাদের স্বাভাবিক মানুষ হতে দেওয়া হয় না বরং তাদের হিজড়েকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। তাই তারা মানুষের মূলস্রোত থেকে দূরে সরে যায়। *◀শিখনফল- ২ ও ৫*

ক. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য কী? ১

খ. সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া কতদিন চলতে পারে— বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. উদ্দীপকে কোন বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? সমাজজীবনে উক্ত প্রক্রিয়া কিভাবে সম্পন্ন হয়-তা আলোচনা করো। ৩

ঘ. এ প্রক্রিয়ায় বিশ্বায়ন ও তথ্য প্রযুক্তির প্রভাব বর্ণনা করো। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ হলো শিক্ষার্থীকে পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলতে পারার জন্য প্রস্তুত করা।

খ সামাজিকীকরণ জীবনব্যাপী একটি প্রক্রিয়া, যা জন্ম থেকে শুরু হয়ে মৃত্যু পর্যন্ত চলতে থাকে।

সামাজিকীকরণ ছাড়া ব্যক্তির পক্ষে সমাজে বসবাস বা টিকে থাকা কোনোটিই সম্ভব নয়। ব্যক্তি প্রতিনিয়ত সামাজিকীকরণের বিভিন্ন মাধ্যমসমূহের দ্বারা সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মধ্যে চলছে কারণ সামাজিকীকরণের মাধ্যমে একজন মানুষ পূর্ণাঙ্গ মানুষে পরিণত হয়।

গ উদ্দীপকে সামাজিকীকরণের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কারণ সম্প্রতি ভারতের উচ্চ আদালতে হিজড়েরা তৃতীয় লিঙ্গ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এর মধ্যে দিয়ে তারা সামাজিক, মানবিক তথা নাগরিক অধিকার ভোগ করবে। স্বাভাবিক মানুষ হলেও হিড়েরা সামাজিকভাবে সমাজে বেড়ে উঠতে পারে না। অর্থাৎ তারা সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া হতে বঞ্চিত হয়। কিন্তু আদালতের এ রায়ের মাধ্যমে তারা সমাজে অন্যান্য মানুষের মতো স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠতে পারবে। এর ফলে তাদের সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে।

সামাজিকীকরণ একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। শিশুর জন্মের পর হতে মৃত্যু পর্যন্ত বিভিন্ন মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জন ও খাপ খাওয়ানোর প্রক্রিয়াই সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া। মানবশিশু জন্মের পর প্রথমে মায়ের এবং পরবর্তী সময়ে বাবা ও অন্যান্য সদস্যদের সংস্পর্শে আসে। পরিবারের সকল সদস্যের আচরণ শিশুর আচরণকে প্রভাবিত করে। এরপর শিশু পরিবারের বাইরের পরিবেশ যেমন- খেলার সাথি, পাড়া প্রতিবেশী, বিদ্যালয়, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি থেকে অভিজ্ঞতা অর্জন করে। শিশু যে সমাজে বড় হচ্ছে সে সমাজের প্রথা, মূল্যবোধ, রীতিনীতি , আচার-আচরণ প্রভৃতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করে সমাজের সাথে খাপ খাইয়ে চলতে শেখে এবং সামাজিক মানুষে পরিণত হয়।

ঘ সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় বিশ্বায়ন ও তথ্য প্রযুক্তির প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বিশ্বায়নের ফলে আজ সারা বিশ্বের মানুষ যেন একটি পরিবারের সদস্য। পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তের মানুষের সাথে ঘরে বসে যোগাযোগ করা সম্ভব হচ্ছে আইসিটির বদৌলতে। মোবাইল ফোন, স্যাটেলাইট চ্যানেল, অনলাইন সংবাদপত্র, সামাজিক যোগাযোগের বিভিন্ন মাধ্যম যেমন- (ফেসবুক, টুইটার ইত্যাদি) বিভিন্ন বিনোদন সাইট এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে মানুষ সহজেই সারাবিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের সাথে যোগাযোগ করতে পারছে। এতে তাদের বৈচিত্র্যপূর্ণ চিন্তাধারা, সংস্কৃতি, পরিবেশ, জীবনধারা, সমাজ, অর্থনীতি, ধর্ম ইত্যাদি সম্পর্কে জানার সুযোগ হচ্ছে। পারস্পরিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে মানুষ নিজের অজান্তেই বিভিন্ন বিষয়ে অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছে। জীবনযাত্রা, খাবার-দাবার, পোশাক পরিচ্ছদ ইত্যাদির ওপর এর প্রভাব দেখা যাচ্ছে। পারস্পরিক এ আদান-প্রদান সামাজিকীকরণে এক বড় ভূমিকা পালন করছে। সামাজিকীকরণ হয়ে উঠেছে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বিস্তৃত। ব্যক্তি মানুষ পরিণত হচ্ছে বৈশ্বিক ব্যক্তিত্বে, ধারণ করছে বহুজাতিক বৈশিষ্ট্য। যেমন আমাদের দেশের মানুষের মধ্যে পোশাক-পরিচ্ছদে যে বৈচিত্র্য দেখা যায় তা আমাদের নিজস্ব নয়, বৈশ্বিক সংস্কৃতি দ্বারা দারুণভাবে প্রভাবিত।

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, বিশ্বায়ন এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রভাবে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উপাদান বিভিন্নভাবে প্রভাবিত, পরিবর্তিত বা পরিবর্ধিত উপাদান অনুরূপভাবে পরিবর্তন করতে ভূমিকা পালন করছে।

প্রশ্ন ▶৩ মাধুরী পাঠ্যবই পড়ার পাশাপাশি গল্প, উপন্যাস, কবিতা, দৈনিক পত্রিকা নিয়মিত পড়ে। এ ব্যাপারে তার মা, বাবা, চাচা সবাই উৎসাহিত করে। সে দেশ-বিদেশের সব খবর জানতে চায়। ভবিষ্যতে সে একজন সাংবাদিক হতে চায়। কিন্তু রহিমার বেলায় ঘটনাটি পুরো উল্টো। তার গল্প, উপন্যাস পড়াকে মা-বাবা খুব খারাপ চোখে দেখে। রহিমা সব সময় মন খারাপ করে থাকে। ফলে বন্ধুদের মধ্যেও প্রাণ খুলে কথা বলতে পারে না। *◀শিখনফল: ৩*

ক. গল্প উপন্যাস কি সামাজিকীকরণের মাধ্যম? ১

খ. সামাজিকীকরণে পত্র-পত্রিকার ভূমিকা কী? ২

গ. মাধুরীর সামাজিকীকরণে পরিবারের ভূমিকা আলোচনা করো। ৩

ঘ. মাধুরী ও রহিমার সামাজিকীকরণের পার্থক্যগুলো তুলে ধরো। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক হ্যাঁ, গল্প উপন্যাস সামাজিকীকরণের অন্যতম মাধ্যম।

খ সামাজিকীকরণের মাধ্যম হিসেবে পত্র-পত্রিকা একটি অন্যতম উপাদান হিসেবে কাজ করছে।

পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে আমরা আমাদের চারপাশে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জানতে পারছি। যা একজন ব্যক্তির জ্ঞান, আদর্শ, মূল্যবোধ, বিশ্বাস প্রভৃতির ওপর প্রভাব বিস্তার করে। এবং ব্যক্তিকে সমাজের কাঙ্ক্ষিত সদস্য হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। সামাজিকীকরণের মাধ্যম হিসেবে পত্র-পত্রিকায় সমাজের জ্ঞান, আদর্শ, মূল্যবোধ, বিশ্বাস, সংস্কার, রীতিনীতি প্রভৃতি ছাপার অক্ষরে প্রতিবিম্বিত হয়। অর্থাৎ এর মাধ্যমে সহজেই সমাজের প্রচলিত ধ্যান ধারণার সাথে পরিচিত হওয়া সম্ভব, যা ব্যক্তিকে সমাজের সাথে খাপ-খাওয়াতে সাহায্য করে। সুতরাং বলা যায় সামাজিকীকরণে পত্র-পত্রিকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

গ মাধুরীর সামাজিকীকরণে পরিবারের ভূমিকা অগ্রগণ্য।

শিশুর সামাজিকীকরণের প্রাথমিক বাহন হিসেবে কাজ করে পরিবার। শিশুর শিক্ষার প্রথম হাতে খড়ি হয় পরিবারে। যেহেতু শিশুরা খুব অনুকরণপ্রিয় সেহেতু পারিবারিক পরিবেশে যা শিখে তা শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠনে আজীবন ভূমিকা পালন করে। তাছাড়া পরিবারের সদস্যরা শিশুকে সামাজিকীকরণের মাধ্যমগুলো ভালভাবে শেখানোর চেষ্টা করে এবং উৎসাহ দেয়। শিশু কীভাবে বড় হয়ে সমাজের সাথে খাপ খাওয়াবে, কীভাবে অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাবে সে ব্যাপারে পরিবার সর্বোতভাবে সাহায্য করে। তাই সামাজিকীকরণের বিভিন্ন উপকরণের মধ্যে পরিবার শিশুর সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে অধিক প্রভাব বিস্তার করে।

উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই, মাধুরী ভবিষ্যতে একজন সাংবাদিক হতে চায়। দেশ বিদেশের খবর জানতে চায়। এ কারণে সে পাঠ্যবই পড়ার পাশাপাশি বিভিন্ন গল্প, উপন্যাস, সাহিত্য, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি পড়ে। তার এ কাজের ব্যাপারে বাবা, মা, চাচা সবাই তাকে উৎসাহিত করে। যাতে করে মাধুরী তার অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে। এই উৎসাহ উদ্দীপনা তার মধ্যে আত্মবিশ্বাস তৈরি করবে এবং তাকে সমাজের কঙ্ক্ষিত সদস্য হিসেবে গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, মাধুরীর সামাজিকীকরণে পরিবারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ঘ মাধুরী ও রহিমার মধ্যকার সামাজিকীকরণের একটি অন্যতম পার্থক্য হলো পরিবারের সদস্যদের ভূমিকা।

যে প্রক্রিয়ায় মানব শিশু ক্রমশ সামাজিক মানুষে পরিণত হয় তাকে সামাজিকীকরণ বলে। সামাজিকীকরণ একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সামাজিকীকরণ ঘটতে থাকে। কিন্তু এই সামাজিকীকরণ যথাযথভাবে সম্পাদিত হয় তখনই যখন সামাজিকীকরণের উপরকরণগুলি ব্যক্তি জীবনে যথাযথভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব হয়। যদি সামাজিকীকরণের উপকরণ বা বাহনগুলির যথাযথ প্রয়োগ না হয় তখন সামাজিকীকরণ বাধাগ্রস্থ হয়, ফলে ব্যক্তি বা শিশুর মধ্যে এক ধরনের অনীহা চলে আসে। সামাজিকীকরণের বাহন হিসেবে পরিবার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পরিবারের মাধ্যমেই শিশু ক্রমশ সামাজিক মানুষে পরিণত হয়।

উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই, মাধুরী যেখানে পাঠ্যবই পড়ার পাশাপাশি গল্প উপন্যাস, কবিতা, দৈনিক পত্রিকা ইত্যাদি পড়ার সুযোগ পায় সেখানে রহিমা এই বিষয়গুলি পড়ার সুযোগ লাভ করে না। আবার যেখানে মাধুরীর বাবা-মা তাকে পড়ার ব্যাপারে উৎসাহ দেয় সেখানে রহিমার মা-বাবা গল্প উপন্যাস পড়াকে খারাপ চোখে দেখে। আবার যেখানে মাধুরীর মধ্যে উচ্চকাঙ্ক্ষা কাজ করে সেখানে রহিমা একেবারেই হতাশাগ্রস্ত। মাধুরী যখন হাসি খুশিতে মেতে থাকে রহিমা তখন নিশ্চুপ বসে থাকে। অর্থাৎ রহিমাকে মাধুরীর বিপরীত অবস্থায় অবস্থান করতে হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, মাধুরী ও রহিমার সামাজিকীকরণের পার্থক্যের পিছনে পরিবারের সদস্যদের ভূমিকাই মূলত কাজ করেছে।

প্রশ্ন ▶৪ আলিপুর এলাকায় সাম্প্রতিক সময়ে নানা রকম অসামাজিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বিশেষ করে চুরি, ছিনতাই, যৌতুক বা বাল্যবিবাহের মতো অপরাধগুলো বেশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ফলে এলাকার শিক্ষিত যুবকেরা এর বিরুদ্ধে মাইকিং ও দেয়ালিকা বের করে গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হয়। ফলে অনেকদিন পর এ থেকে মুক্ত হয়েছে এলাকাটি। ◀ *শিখনফল-৪*

ক. শিশুর সবচেয়ে কাছের মানুষ কে? ১

খ. সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া কী? ২

গ. উদ্দীপকে প্রকাশিত বিষয়টির স্বরূপ উপস্থাপন করো। ৩

ঘ. সামাজিকীকরণে উক্ত বিষয়টির ভূমিকা মূল্যায়ন করো। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক শিশুর সবচেয়ে কাছের মানুষ হচ্ছে তার মা।

খ যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানবশিশু ক্রমশ সামাজিক মানুষে পরিণত হয়, তাকে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া বলে।

সামাজিকীকরণ একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। শিশুর জন্মের পর হতে মৃত্যু পর্যন্ত বিভিন্ন মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জন ও খাপ খাওয়ানোর প্রক্রিয়াই হলো সামাজিকীকরণ। সামাজিকীকরণ ব্যক্তিকে তার সামাজিক জগতে অনুপ্রবেশ করায়, তাকে সমাজের নানা ধরনের কাজকর্মে অংশগ্রহণকারী সভ্য হিসেবে গড়ে তোলে এবং সমাজের আদর্শ ও মূল্যবোধ গ্রহণে তাকে প্রবৃত্ত করায়।

গ উদ্দীপকে সামাজিকীকরণের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম তথা গণমাধ্যমের কথা বলা হয়েছে।

উদ্দীপকে আলিপুর এলাকার অসামাজিক কার্যকলাপের একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। সেখানে চুরি, ছিনতাই, যৌতুক বা বাল্যবিবাহের মতো অপরাধগুলো সংঘটিত হতে থাকে। যে কারণে ঐ এলাকার শান্তিশৃঙ্খলা পুরোপুরি বিনষ্ট হয়ে যায়। এ থেকে পরিত্রাণের উপায় হিসেবে তারা গণমাধ্যমকে বেছে নেয়। মাইকিং ও দেয়ালিকার সাহায্যে জনগণের মধ্যে আত্মসচেতনতা বৃদ্ধি করে। মূলত এলাকাটিতে গণমাধ্যমের সাহায্যে সামাজিকীকরণের বিষয়টিই প্রকাশ পেয়েছে।

সমাজের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর নিকট সংবাদ, দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য ধ্যান-ধারণা, বিনোদন প্রভৃতি পরিবেশন করার মাধ্যম হলো গণমাধ্যম। গণমাধ্যমের মাধ্যমে আমরা আমাদের দেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, অর্থনীতিসহ বিভিন্ন বিষয়বস্তুর ওপর সংবাদ প্রকাশিত হয়। যা মানুষের মাঝে গণসচেতনতা সৃষ্টি করে। ফলে মানুষের ব্যক্তিত্ব পরিবর্তিত হয়। আর সামাজিকীকরণের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে, ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে সমাজের উপযোগী করে গড়ে তোলা।

ঘ সামাজিকীকরণে উদ্দীপক দ্বারা ইঙ্গিতকৃত মাধ্যম তথা গণমাধ্যমের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সমাজের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর মাঝে সংবাদ পৌছে দেওয়ার প্রধান মাধ্যম হলো দেশের গণমাধ্যম। আধুনিক যুগের সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে গণমাধ্যমকে কেন্দ্র করে। গণমাধ্যমগুলো সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বাহন হিসেবে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করছে। সংবাদপত্রের মাধ্যমে দেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, অর্থনীতিসহ বিভিন্ন বিষয়বস্তুর ওপর সংবাদ প্রকাশিত হয়। শিশু-কিশোররা এসব পাঠ করে মনের খোরাক মেটায়। বেতার আমাদের জীবনে শিক্ষা ও আনন্দ দান করে। টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচারিত বিভিন্ন গঠনমূলক অনুষ্ঠান ব্যক্তির জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যক্তির সচেতনতা বৃদ্ধি পায় এবং বিজ্ঞানমনস্কতা ও মানসিক স্বাস্থ্য বিকশিত হয়। সামাজিক ও জীবনভিত্তিক চলচ্চিত্র ব্যক্তির ব্যক্তিত্বে গভীর প্রভাব ফেলে।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, মানুষের সামাজিকীকরণ শিক্ষাদানে গণমাধ্যমের ভুমিকা তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶৫ এটি একটি আজীবন প্রক্রিয়া। এর মাধ্যমে মানুষ পূর্ণাঙ্গ মানুষে পরিণত হয়। এই প্রক্রিয়ায় অনেক মাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বিশেষ করে একটি মাধ্যমের সাহায্যে মুহূর্তেই সারা বিশ্বে যে কোনো ঘটনা প্রচারিত হয়, যার প্রভাব ব্যক্তি জীবনে সুদূরপ্রসারী। এর মাধ্যমে তথ্য দেয়া-নেয়া, বাঁচিয়ে রাখা, সংরক্ষণ করা, বিশ্লেষণ করা আবার নিজের কাজে ব্যবহার করা যায়। ◀ *শিখনফল-৪ ও ৫*

ক. শিশু সামাজিকীকরণের প্রাথমিক ক্ষেত্র কোনটি? ১

খ. 'সংঘ' সমাজজীবনে প্রভাব সৃষ্টিকারী কোন উপাদানের অন্তর্ভুক্ত? শিশু-কিশোরের জীবনে উক্ত উপাদানের প্রভাব ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে প্রথম লাইনটি যে প্রক্রিয়াকে নির্দেশ করছে উক্ত প্রক্রিয়ায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের শেষ লাইনটি কোন মাধ্যমকে নির্দেশ করছে? 'সামাজিক জীবনে এর ভূমিকা বহুমুখী'—উক্তিটি মূল্যায়ন করো। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক শিশুর সামাজিকীকরণের প্রাথমিক ক্ষেত্র পরিবার।

খ সংঘ সমাজজীবনে প্রভাব সৃষ্টিকারি সামাজিক উপাদানের অন্তর্ভুক্ত। শিশু-কিশোরদের জীবনে এই উপাদান গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে।

শিশুর সামাজিকীকরণে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান যেমন– ক্লাব, সমিতি, সংঘ ইত্যাদি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এসব প্রতিষ্ঠানে শিশু-কিশোরদের স্বাধীন সত্তা এবং মতামত প্রকাশের সুযোগ ঘটে। এতে সামাজিক সচেতনতা, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। এক সংঘের সাথে অন্য সংঘের প্রতিযোগিতা, ভালো করার চেষ্টা শিশুদেরকে আত্মপ্রত্যয়ী এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করে।

গ উদ্দীপকের প্রথম লাইনটি সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়াকে নির্দেশ করছে। এই প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আনুষ্ঠানিকভাবে নৈতিক গুণাবলির শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে সামাজিকীকরণে ভূমিকা রাখে।শিশু যখন প্রথম বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে, তখনই আনুষ্ঠানিকভাবে তার দীক্ষিতকরণ শুরু হয় এবং সে বৃহত্তর সমাজে প্রচলিত আদবকায়দা এবং আচার-আচরণের সাথে পরিচিত হতে আরম্ভ করে। তার সহপাঠীরা বিভিন্ন পরিবার ও পরিবেশ থেকে আসে। কাজেই বৃহত্তর পটভূমিকায় সে সমাজের মূল্যবোধ, ভাবাদর্শ, সমাজ অনুমোদিত আচার-আচরণ এবং সমাজে নিষিদ্ধ কাজকর্ম সম্পর্কে অবহিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে। শিক্ষকদের নৈতিক বাণীও তার সামাজিকীকরণে সাহায্য করে। এরূপ ভূমিকা পালনের মাধ্যমেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সামাজিকীকরণে ভূমিকা রাখে।

উদ্দীপকে একটি প্রক্রিয়া সম্পর্কে বলা হয়েছে, এটি আজীবন প্রক্রিয়া। এর মাধ্যমে মানুষ পূর্ণাঙ্গ মানুষে পরিণত হয় এবং এই প্রক্রিয়ায় অনেক মাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। উদ্দীপকের এই প্রক্রিয়া এবং পাঠ্যবইয়ের সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার তুলনামূলক বিশ্লেষণে বলা যায়, এটি সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া। আর এর মাধ্যম হিসেবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে, যা উপরের আলোচনায় ফুটে উঠেছে।

ঘ উদ্দীপকের শেষ লাইনটি তথ্য প্রযুক্তি মাধ্যমকে নির্দেশ করছে। সামাজিক জীবনে এর ভূমিকা বহুমুখী ও অপরিসীম।

সমাজজীবনে উদ্দীপক দ্বারা ইঙ্গিতকৃত বিষয় বা তথ্য ও গুরুত্ব বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে প্রযুক্তির উন্নয়নকে সামাজিক উন্নয়নের প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। তথ্য প্রযুক্তির প্রভূত উন্নয়নের ফলে তথ্যপ্রাপ্তি যেমন সহজলভ্য হয়েছে তেমনি যোগাযোগ করা যাচ্ছে অতি দ্রুত যেমন ইন্টারনেটের মাধ্যমে সারাবিশ্বের নাগরিক সমাজ একে অন্যের নিকটে চলে এসেছে।

তথ্য ও প্রযুক্তি জনগণের প্রতি সেবাদানের মানকে উন্নত করে। এটি সরকারের প্রতিরক্ষা সক্ষমতাকে সহায়তা করে। উন্নত মানের প্রযুক্তি সরকারের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে কার্যকর করে এবং গোয়েন্দা সংস্থাতে প্রভাব ফেলে। তথ্য ও প্রযুক্তি বিভিন্নভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যকে প্রভাবিত করে। বাণিজ্য প্রসারের জন্য বিভিন্ন ধরনের সফ্টওয়্যার ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন সংবাদ ও গণমাধ্যম সংগঠনের ওপর তথ্য ও প্রযুক্তির ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। যেকোনো সংবাদ সংরক্ষণ, পরিবর্তন, পরিমার্জন, বণ্টন কিংবা

তথ্য তৈরিতে তথ্য ও প্রযুক্তি সহায়তা করে। শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানে তথ্য ও প্রযুক্তির প্রভাব বিদ্যমান। এছাড়া টেলিভিশনে প্রচারিত বিভিন্ন সিনেমা, নাটক প্রভৃতি ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব গঠনে নানারকম প্রভাব ফেলছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, তথ্য প্রযুক্তির কল্যাণে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন চ্যানেলে প্রচারিত নাটক-সিনেমা দেখে বাংলাদেশের শহুরে সমাজে পরিবর্তন দেখা দিচ্ছে। বিশ্বের যেকোনো স্থানে কোনো একটা নতুন কিছুর উদ্ভাবন মুহূর্তের মধ্যেই সারা পৃথিবীর মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পড়ছে এবং মানুষ তার সাথে নিজেকে খাপ-খাওয়ানোর চেষ্টা করছে।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, বর্তমান বিশ্বের সমাজজীবন ও সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির প্রভাব ব্যাপক এবং সর্বস্তরের মানুষ আজ এ প্রযুক্তির ওপরে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে।

প্রশ্ন ▶ ৬ আদিয়ান সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কম্পিউটার সাইন্সের ওপর স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করে। সে বিভিন্ন দেশের সমাজ ও সংস্কৃতি এবং হাল ফ্যাশন সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞানলাভ করেছে ইন্টারনেটের মাধ্যমে। তাছাড়া সে বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার তৈরিতে পারদর্শী বিধায় দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন কোম্পানির সফটওয়্যার তৈরি করে অনেক টাকা আয় করে।

◀ *শিখনফল-৫*

ক. ICT-এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. সামাজিকীকরণ একটি আজীবন প্রক্রিয়া —বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. উদ্দীপকে সামাজিকীকরণের কোন বাহনটির প্রভাব লক্ষণীয়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়টির প্রভাবের ফলে আমরা একই ছাতার নিচে বসবাস করছি? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক ICT-এর পূর্ণরূপ হচ্ছে Information and Communication Technology.

খ সামাজিকীকরণ এমন একটি প্রক্রিয়া যা জন্ম থেকে শুরু হয়ে মৃত্যু পর্যন্ত চলতে থাকে।

সামাজিকীকরণ হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একজন মানব শিশু ক্রমশ সামাজিক মানুষে পরিণত হয়। এটি একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। কেননা, জন্মের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিভিন্ন বাহন ও প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিশুর সামাজিকীকরণ হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও সঙ্গীদল শিশুর সামাজিকীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেহেতু এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া তাই সামাজিকীকরণকে একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

গ উদ্দীপকে সামাজিকীকরণের বাহন তথ্য ও প্রযুক্তির প্রভাব লক্ষণীয়।

তথ্য আদান-প্রদানের কৃৎকৌশলই হলো তথ্যপ্রযুক্তি। এটি হলো প্রযুক্তিভিত্তিক এক ধরনের যোগাযোগব্যবস্থা। তথ্যপ্রযুক্তির প্রভূত উন্নতির ফলে তথ্য প্রাপ্তি যেমন সহজলভ্য হয়েছে তেমনই যোগাযোগ করা যাচ্ছে অতি দ্রুত। তথ্যপ্রযুক্তির বিস্ময়কর উন্নতি ঘটেছে কম্পিউটার, ডিজিটাল টেলিফোন ও সাবমেরিন ক্যাবলের সহায়তায়। যেখানে সাবমেরিন ক্যাবলের আওতা নেই সেখানে সার্ভারের মাধ্যমে এ যোগাযোগ সম্পন্ন করা হচ্ছে বিকল্প মাধ্যম হিসেবে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে সারা বিশ্বের নাগরিক সমাজ একে অন্যের অতি নিকটে চলে এসেছে।

উদ্দীপকে আদিয়ান কম্পিউটার সায়েন্সে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিলাভ করেছে। ইন্টারনেট ব্যবহার করে সে বিভিন্ন দেশের সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করেছে। এছাড়া সে বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার তৈরি করে দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন কোম্পানিতে বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করে। আদিয়ানের লেখাপড়া, কর্মক্ষেত্র সবই তথ্য ও প্রযুক্তির সাথে সম্পর্কিত। এছাড়া তার ইন্টারনেটের ব্যবহারও তথ্য ও প্রযুক্তির ব্যবহারকেই নির্দেশ করে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে সামাজিকীকরণের তথ্য ও প্রযুক্তির প্রভাব ফুটে উঠেছে।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি, উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয় তথা তথ্য ও প্রযুক্তির প্রভাবেই আমরা একই ছাতার নিচে বসবাস করছি।

আইসিটি বা তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি আধুনিক সময়ে বিপ্লব সাধন করেছে। পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তের মানুষের সাথে ঘরে বসে যোগাযোগ করা সম্ভব হচ্ছে আইসিটির বদৌলতে। মোবাইল ফোন, স্যাটেলাইট চ্যানেল, অনলাইন সংবাদপত্র, সামাজিক যোগাযোগের বিভিন্ন মাধ্যম (যেমন Facebook, Twitter ইত্যাদি), বিভিন্ন বিনোদন সাইট এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে মানুষ সহজেই সারাবিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের সাথে যোগাযোগ করতে পারছে। এতে তাদের ভিন্ন চিন্তাধারা, সংস্কৃতি, পরিবেশ, জীবনধারা, সমাজ, অর্থনীতি, ধর্ম ইত্যাদি সম্পর্কে জানার সুযোগ হচ্ছে।

পারস্পরিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে মানুষ নিজের অজান্তেই বিভিন্ন নতুন বিষয়ে অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছে। জীবনযাত্রা, খাবার-দাবার, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদির ওপর এর প্রভাব দেখা যাচ্ছে। পারস্পরিক এ আদান-প্রদান সামাজিকীকরণে এক বড় ভূমিকা পালন করছে। সামাজিকীকরণ হয়ে উঠেছে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বিস্তৃত। ব্যক্তি মানুষ পরিণত হচ্ছে বৈশ্বিক ব্যক্তিত্বে, ধারণ করছে বহুজাতিক বৈশিষ্ট্য। যেমন— আমাদের দেশের মানুষের মধ্যে পোশাক-পরিচ্ছদে যে বৈচিত্র্য দেখা যায়, তা আমাদের নিজস্ব নয়, বৈশ্বিক সংস্কৃতি দ্বারা দারুণভাবে প্রভাবিত। আমাদের দেশে বর্তমানে বহুল ব্যবহৃত একটি বাদ্যযন্ত্র হলো ভুভুজেলা, যা এসেছে বিশ্বকাপ ফুটবলে দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যবহৃতবাদ্যযন্ত্রের অনুকরণে। ডিশ চ্যানেল দেখে আমাদের দেশেও এটি আত্মীকৃত হয়েছে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, তথ্য প্রযুক্তির প্রভাবে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ও নির্ভরশীলতা তৈরি হয়েছে, ফলে আমরা একই ছাতার নিচে বসবাস করছি।

প্রশ্ন ▶ ১ নান্টু ও মিতার বাবা-মা চাকরিজীবী। দিনের বেলায় অফিসের কাজকর্মের জন্য দু'জনই সন্তানদেরকে সময় দিতে পারেন না। অধিকাংশ দিনই তাদের বাবা-মা ঝগড়ায় লিপ্ত হন। মিতা নিয়মিত পড়াশোনা করলেও ষোল বছর বয়সী নান্টু পাড়ার খারাপ ছেলেদের সাথে ঘুরে বেড়ায়। স্কুলে যায় না, পড়তেও বসে না। এমনকি সে নানান বদ অভ্যাসেও আসক্ত হয়ে পড়েছে। ◀ *শিখনফল-১*

ক. বিশ্বায়ন কী? ১

খ. সামাজিকীকরণে গণমাধ্যমের ভূমিকা কীরূপ? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. নান্টুর সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে যে মাধ্যমটি অনুপস্থিত রয়েছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. নান্টুকে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পরিবারের কী করণীয় আছে বলে তুমি মনে কর? মতামত উপস্থাপন করো। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিশ্বায়ন হচ্ছে এমন এক ব্যবস্থা যার মাধ্যমে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে সারা বিশ্বের মানুষকে একই পতাকাতলে নিয়ে আসা হয়।

খ গণমাধ্যম আধুনিককালের সমাজ নিয়ন্ত্রণের এক শক্তিশালী মাধ্যম।

আধুনিককালে অধিকাংশ পরিবারেই সংবাদপত্র, টেলিভিশন, রেডিও, কম্পিউটার ইত্যাদির কোনো না কোনোটির ব্যবহার লক্ষ করা যায়। এসব মাধ্যমে প্রচারিত সংবাদ, বিজ্ঞাপন, বিভিন্ন অনুষ্ঠান ইত্যাদি শিশুদেরকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে। এর ফলে শিশু-কিশোররা নিজেদেরকে সমাজ-সংস্কৃতির সাথে খাপ খাইয়ে চলতে শেখে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের সচেতনতা বৃদ্ধি পায়, বিজ্ঞানমনস্কতা ও মানসিক স্বাস্থ্য বিকশিত হয়।

গ উদ্দীপকের নান্টুর সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে যে মাধ্যমটি অনুপস্থিত সেটা হলো পরিবার।

শিশুর সামাজিকীকরণে পরিবার প্রধান ভূমিকা পালন করে। পরিবারকে জ্ঞানার্জনের প্রাথমিক সূতিকাগার বলা হয়। শিশু তার পরিবার থেকে যে আদর্শ, রীতিনীতি, মূল্যবোধ, আচার-আচরণ শিক্ষা লাভ করে থাকে সে হিসেবেই তার ভবিষ্যৎ জীবন গড়ে উঠে। যে শিশু দুর্বল এবং ক্ষয়িষ্ণু পারিবারিক কাঠামোতে বেড়ে উঠে, সে দুর্বলচিত্তের অধিকারী হয় এবং অপরাধপ্রবণ হয়। পিতামাতার মধ্যে ভালো সম্পর্ক থাকলে পরিবারে শান্তি বিরাজ করে। আর এ ধরনের সম্পর্ক ও পরিবেশ শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। পিতামাতা যদি তাদের সন্তানের সাথে ভালো আচরণ করেন তবে তারা আত্মপ্রত্যয়ী হয় আর খারাপ আচরণ করলে তারা নিঃসঙ্গ বোধ করে। পরিবারের ভাইবোনদের মধ্যে সম্পর্ক ভালো থাকলে পরস্পর পরস্পরকে শ্রদ্ধা করে ও ভালোবাসে এবং সমাজে আদর্শ সদস্য হিসেবে গড়ে ওঠে। উদ্দীপকে আমরা দেখি, নান্টু ও মিতার বাবা-মা উভয়ই চাকরিজীবী হওয়ায় সন্তানদের সময় দিতে পারেন না। উপরন্তু তারা অধিকাংশ সময়ই ঝগড়ায় লিপ্ত থাকেন। অর্থাৎ তারা বাবা-মা হিসেবে সঠিক ভূমিকা পালনে ব্যর্থ। তাদের তথা পরিবারের এরূপ ভূমিকার ফলেই নান্টু সঠিকভাবে বেড়ে উঠেনি।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, উদ্দীপকে নান্টুর সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে পরিবারের ভূমিকা অনুপস্থিত ছিল বলেই সে অপরাধ প্রবণতায় জড়িয়ে পড়ে।

ঘ নান্টুকে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনতে তার পরিবারের সদস্যদের সঠিক ভূমিকা পালন করা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি।

আমরা জানি, পরিবার হলো শিশুর সামাজিকীকরণের প্রাথমিক বাহন। শিশু গৃহ-পরিবেশে তার পিতামাতার ধ্যানধারণা ও মূল্যবোধ দ্বারা প্রভাবিত হয়। শিশু পিতামাতার মাধ্যমে সামাজিক আদর্শে বিশ্বাসী হয়। পরিবারের ধারা কী রকম, সেখানে কী ধরনের প্রথা, রীতিনীতি প্রচলিত তার ওপর ভিত্তি করে শিশুর একটা নিজস্ব জীবনধারা গড়ে ওঠে।

উদ্দীপকে নান্টুকে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনতে তার পিতামাতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এক্ষেত্রে পিতামাতার মধ্যে সুস্থ সম্পর্ক, সন্তানদের সময় দেওয়া এবং তারা কী করছে, কোথায় যাচ্ছে ইত্যাদি সম্পর্কে পিতা-মাতার খবর রাখা ইত্যাদি একটি সুস্থ সুন্দর পারিবারিক পরিবেশ তৈরি করতে পারে। যা নান্টুকে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনতে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, সামাজিকীকরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ বাহন হিসেবে পরিবারের সদস্যরা যদি তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন থাকেন এবং তা যথারীতি পালন করেন তাহলে উদ্দীপকের নান্টুর মতো কিশোররা সুস্থ জীবনযাপন করতে সক্ষম হবে।

প্রশ্ন ▶ ২ শুভ দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্র। বাড়িতে তার বাবা-মা তাকে স্কুলের পড়া তৈরি করতে সাহায্য করেন। প্রতিদিন বিকেলে সে বন্ধুদের সাথে মাঠে খেলতে যায়। এছাড়া সকালে ঘুম থেকে উঠে সে বাড়ির কাছের মসজিদে আরবি পড়তে যায়। ◀ *শিখনফল-৩*

ক. কাদের মাধ্যমে শিশুদের মধ্যে সহযোগিতা, সহনশীলতা, সহমর্মিতা, নেতৃত্ব প্রভৃতি গুণাবলি বিকশিত হয়? ১

খ. সামাজিকীকরণে সংঘ-সমিতির ভূমিকা ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে সামাজিকীকরণের কোন বাহনগুলোর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, উদ্দীপকে উল্লিখিত বাহনগুলো ছাড়াও সামাজিকীকরণের আরও বাহন রয়েছে? মতামত প্রদান করো। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক খেলার সাথী ও সহপাঠীদের মাধ্যমে শিশুদের মধ্যে সহযোগিতা, সহনশীলতা, সহমর্মিতা, নেতৃত্ব প্রভৃতি গুণাবলি বিকশিত হয়।

খ শিশুর সামাজিকীকরণে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান যেমন– ক্লাব, সমিতি, সংঘ ইত্যাদি বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।

এসব প্রতিষ্ঠানে শিশু-কিশোরদের স্বাধীন সত্তা এবং মতামত প্রকাশের সুযোগ ঘটে। দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। এক সংঘের সাথে অন্য সংঘের প্রতিযোগিতা, ভালো করার চেষ্টা শিশুদেরকে আত্মপ্রত্যয়ী এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করে থাকে।

গ উদ্দীপকে সামাজিকীকরণে পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সঙ্গীদল এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি বাহনগুলোর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত শুভ দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্র। এর মাধ্যমে সমাজিকীকরণের অন্যতম বাহন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চিত্র ফুটে উঠেছে। মানুষ শিশুকাল থেকেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পাঠ্যসূচির মধ্য দিয়ে জ্ঞান অর্জন করে। এর মাধ্যমেই একজন শিশুর মধ্যে সামাজিক বিভিন্ন বিষয়ের প্রকাশ ঘটে। বাড়িতে শুভর বাবা-মা তার স্কুলের পড়া তৈরি করে দেয়। এর মাধ্যমে পরিবারের ভূমিকা ফুটে উঠেছে। সামাজিকীকরণের প্রাথমিক ও সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম হচ্ছে পরিবার। পরিবারের মধ্যেই শিশুর প্রথম মানসিক জগৎ গড়ে ওঠে।

প্রতিদিন বিকেলে শুভ বন্ধুদের সাথে মাঠে খেলতে যায়। এর মধ্য দিয়ে সামাজিকীকরণের অন্যতম বাহন সঙ্গীদলের চিত্র ফুটে উঠেছে। শিশুর সামাজিকীকরণের ব্যাপারে তার সঙ্গী বা খেলার সাথিরা শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে থাকে। এদের মাধ্যমেই শিশুর মাঝে সহযোগিতা, সহনশীলতা, সহমর্মিতা, নেতৃত্ব প্রভৃতি গুণাবলি বিকশিত হয়।

এছাড়া উদ্দীপকে উল্লিখিত শুভ সকালে ঘুম থেকে উঠে বাড়ির কাছের মসজিদে আরবি পড়তে যায়। এটি সামাজিকীকরণের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বাহনটিকে নির্দেশ করছে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ব্যক্তির বিবেকবোধ ও চেতনাকে জাগ্রত করে। পারস্পরিক বন্ধন সুদৃঢ় করে, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি বাড়িয়ে তোলে যা শিশু-কিশোরদের নৈতিকতা বিকাশে সহায়তা করে।

সুতরাং বলা যায়, শিশুর সামাজিকীকরণে পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সঙ্গীদল এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি, উদ্দীপকে উল্লিখিত সমাজিকীকরণের বাহনগুলো ছাড়াও সামাজিকীকরণের আরো কতগুলো বাহন রয়েছে।

সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে আত্মীয়-জ্ঞাতিগোষ্ঠী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিশুকাল হতে ব্যক্তি তাদের সংস্পর্শে বড় হয়। তাই পরিবারের বাইরে বিভিন্ন আত্মীয়, জ্ঞাতি সম্পর্কের মানুষের সাথে চাল-চলন, ওঠা-বসার মধ্য দিয়ে ব্যক্তি নিজেকে সামাজিক মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার সুযোগ ও শিক্ষা পায়।

পেশাগত সংস্থাও সামাজিকীকরণের মাধ্যম হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ। কেননা শিক্ষাজীবন শেষে মানুষ পেশাগত সংস্থার মাধ্যমেই বিভিন্ন কার্যকলাপের সাথে যুক্ত হয়ে তার কর্মদক্ষতা ও আদর্শবিষয়ক নানা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, যা বৃহত্তর সমাজের সাথে তার সামঞ্জস্য সাধনে সহায়ক বিবেচিত হয়।

গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকায় সমাজের জ্ঞান, আদর্শ, মূল্যবোধ, বিশ্বাস, সংস্কার প্রভৃতি ছাপার অক্ষরে প্রতিবিম্বিত হয়। অর্থাৎ এর মাধ্যমে সহজেই সমাজের প্রচলিত ধ্যান-ধারণার সাথে পরিচিত হওয়া সম্ভব, যা ব্যক্তিকে সমাজের সাথে খাপ-খাওয়াতে সাহায্য করতে পারে।

প্রচার মাধ্যম থেকে ব্যক্তি সামাজিক বিধি-বিধান, সামাজিক সমস্যা প্রভৃতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে। প্রচার মাধ্যমে প্রচারিত বিজ্ঞাপনসমূহ দ্বারাও মানুষ প্রভাবিত হয়।

সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকাও কম নয়। বিধিবহির্ভূত আচরণের জন্য রাষ্ট্র ব্যক্তির বিরুদ্ধে শাস্তির বিধান রেখেছে। এভাবে রাষ্ট্র সমাজবদ্ধ মানুষের আচার ব্যবহারকে সক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা জারি রেখেছে।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, পরিবার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সঙ্গীদল, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ছাড়াও সামাজিকীকরণের আরও বহুবিদ গুরুত্বপূর্ণ বাহন রয়েছে।

প্রশ্ন ▶৩ রাশেদ অষ্টম শ্রেণির ছাত্র। তার বাবা-মা দুজনেই চাকরিজীবী। ব্যস্ততার কারণে তারা রাশেদকে সময় দিতে পারেন না। রাশেদদের বাড়ির আশে পাশে কোনো খেলার মাঠ না থাকায় সে বিকেলে খেলতেও পারে না। তার বেশিরভাগ সময় কাটে টিভি দেখে, কম্পিউটার গেম খেলে। ইদানীং তার মধ্যে আচরণগত নানা সমস্যা দেখা দিচ্ছে। ◀ *শিখনফল-৪*

ক. কোন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি সামাজিক মানুষে পরিণত হয়ে ওঠে? ১

খ. সামাজিকীকরণে অর্থনীতি কিরূপ ভূমিকা পালন করে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে সামাজিকীকরণে পরিবর্তনশীল বাহনসমূহের কোন ধরনের প্রভাবের চিত্র ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সামাজিকীকরণে পরিবর্তনশীল বক্তব্যটি বাহনসমূহের ইতিবাচক-নেতিবাচক উভয় প্রভাবই বিদ্যমান- বক্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি সামাজিক মানুষে পরিণত হয়।

খ মানুষের অর্থনৈতিক জীবন তার সামাজিকীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেমন ধনতান্ত্রিক সমাজের মানুষের সামাজিকীকরণ, চিন্তাচেতনার সাথে সমাজতান্ত্রিক সমাজের মানুষের চিন্তাচেতনার আমূল পার্থক্য দেখা যায়। আবার একটি সমাজের যদি অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উন্নয়ন হয়, তবে সেই সমাজের মানুষের জীবনযাত্রার মানও পরিবর্তিত হয়। সেই সাথে

পরিবর্তিত হয় সামাজিক রীতিনীতি ও আচার-অভ্যাস এবং উৎপাদন ব্যবস্থা। এসব বিষয় সামাজিকীকরণে বিভিন্নভাবে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ দেখে মানুষ আর্থিক লেনদেন, অর্থব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয় শিখে থাকে।

গ উদ্দীপকে সামাজিকীকরণের পরিবর্তনশীল বাহনসমূহের নেতিবাচক প্রভাব ফুটে উঠেছে।

বাবা-মা শিশুর সামাজিকীরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু বাবা-মা যদি ব্যস্ততার কারণে ছেলেমেয়েদের সময় দিতে না পারেন তাহলে শিশুদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ব্যাহত হয়। ভালো মন্দ, ঠিক-বেঠিক সম্পর্কে তারা সচেতন হয়ে ওঠে না। ফলে তাদের সামাজিকীকরণে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। অনুরূপভাবে খেলার সাথীরাও শিশুদের সামাজিকীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এদের মাধ্যমেই শিশুরা সহযোগিতা, সহনশীলতা, সহমর্মিতা, নেতৃত্ব প্রভৃতি গুণাবলি অর্জন করে। কিন্তু যদি শিশুরা খেলার সাথীদের সাথে মেশার সুযোগ না পায় তাহলে তার সামাজিকীকরণ ব্যাহত হবে। আবার শিশু যদি টিভি, কম্পিউটার প্রভৃতি নিয়ে বেশি সময় কাটায় তাহলে তাদের মধ্যে উদার সহনশীল মানসিকতার জন্ম হয় না যা পরবর্তীতে বৃহত্তর সমাজে খাপ- খাওয়ানোর ক্ষেত্রে অসুবিধাজনক বিবেচিত হয়।

উদ্দীপকে উল্লিখিত রাশেদের বাবা-মা ব্যস্ততার কারণে তাকে সময় দিতে পারে না। খেলার মাঠের অভাবে সে বিকালে বাইরে খেলতে যেতে পারে না। এজন্যে সে বাড়িতে বসে টিভি দেখে, কম্পিউটারে গেম খেলে। এর ফলে তার মধ্যে দেখা দিয়েছে বিভিন্ন আচরণগত সমস্যা যা সামাজিকীকরণের পরিবর্তনশীল বাহনের নেতিবাচক প্রভাবের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ সামাজিকীকরণের পরিবর্তনশীল বাহনসমূহের ইতিবাচক-নেতিবাচক উভয় প্রভাবই বিদ্যমান। নিচে এ সম্পর্কে বিশ্লেষণ করা হলো—

পরিবার যেহেতু সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সেহেতু এর পরিবর্তনশীলতা সামাজিকীকরণের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম। উদাহরণস্বরূপ যৌথ পরিবার ব্যবস্থায় শিশুরা সহজে অন্যের সাথে মানিয়ে চলার বিষয়টি আত্মস্থ করতে শেখে। পক্ষান্তরে, একক পরিবারে শিশুরা পিতা-মাতার ব্যস্ততার কারণে খানিকটা একা একা বেড়ে ওঠে। এছাড়া নানা সমস্যার কারণে তারা বাইরে মানুষের সাথে মেলামেশার সুযোগ কম পায়। এর ফলে তাদের মধ্যে সহনশীল মানসিকতার পরিবর্তে সংকীর্ণ মানসিকতার জন্ম হয়।

সামাজিকীকরণে সঙ্গীদল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এর ফলে তারা সহযোগিতা, সহনশীলতা সহমর্মিতা, নেতৃত্ব প্রভৃতি গুণাবলি অর্জন করে। কিন্তু বর্তমানে খেলার মাঠের স্বল্পতা, আকাশ সংস্কৃতির প্রভাব ইত্যাদি কারণে শিশুরা অলস সময় কাটাতে কাটাতে নানা রকম অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ছে।

পরিবার ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, নৈতিকতা, মূল্যবোধ এসকল বিষয়ে চর্চা করে থাকে। এর ফলে শিশুদের ব্যক্তিত্ব ও মূল্যবোধ সঠিকভাবে বিকশিত হয়। কিন্তু বর্তমানে একক পরিবারের ব্যস্ততার মধ্যে ধর্মীয় আচার-আচরণ পালন অনেকটাই কমে গেছে। ফলে ধর্মীয় অনুভূতি ও জীবনধারা নিয়ে শিশুরা তেমনভাবে বেড়ে উঠছেনা।

সুতরাং উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, সামাজিকীকরণে পরিবর্তনশীল বাহনসমূহের ইতিবাচক-নেতিবাচক উভয় প্রভাব বিদ্যমান।

প্রশ্ন ▶৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে CSE বিষয়ে স্নাতকোত্তর করেছে রোহান। সে বিভিন্ন দেশের সমাজ ও সংস্কৃতি এবং হাল ফ্যাশন সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞানলাভ করেছে ইন্টারনেটের মাধ্যমে। তাছাড়া সে বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার তৈরিতে পারদর্শী বিধায় সে দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন কোম্পানির সফটওয়্যার তৈরি করে অনেক টাকা আয় করে। *◀ শিখনফল-৫*

ক. বিশ্বায়ন প্রত্যয়টি কেমন? ১

খ. রাজনৈতিক দল সামাজিকীকরণ শিক্ষা দেয় ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে সামাজিকীকরণের কোনটির প্রভাব লক্ষণীয়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে করো উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়টির প্রভাবের ফলে আমরা একই ছাতার নিচে বসবাস করছি? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিশ্বায়ন প্রত্যয়টি সর্বজনীন।

খ রাজনৈতিক দল ব্যবস্থার ব্যাপক বিকাশ ও প্রসারের ফলে রাজনৈতিক দল সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও প্রভাব বিস্তার করছে।

সরকারের বিভিন্ন সংস্থাকে জনগণের সাথে কাজ করতে হয় বা প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্ক বজায় রাখতে হয়। এ সংস্থাগুলো জনগণের মাঝে সরকারি আদর্শ, কর্মকাণ্ড ও বিভিন্ন সংবাদ প্রচার করে সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি ব্যক্তির দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলে এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সদস্যদের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলে। যা সামাজিকীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

গ উদ্দীপকে সামাজিকীকরণে তথ্য ও প্রযুক্তির প্রভাব লক্ষণীয়।

তথ্য আদান-প্রদানের কৃৎকৌশলই হলো তথ্যপ্রযুক্তি। এটি হলো প্রযুক্তিভিত্তিক এক ধরনের যোগাযোগব্যবস্থা। তথ্যপ্রযুক্তির প্রভূত উন্নতির ফলে তথ্য প্রাপ্তি যেমন সহজলভ্য হয়েছে তেমনই যোগাযোগ করা যাচ্ছে অতি দ্রুত। তথ্যপ্রযুক্তির বিস্ময়কর উন্নতি ঘটেছে কম্পিউটার, ডিজিটাল টেলিফোন ও সাবমেরিন ক্যাবলের সহায়তায়। যেখানে সাবমেরিন ক্যাবলের আওতা নেই সেখানে সার্ভারের মাধ্যমে এ যোগাযোগ সম্পন্ন করা হচ্ছে বিকল্প মাধ্যম হিসেবে।

ইন্টারনেটের মাধ্যমে সারা বিশ্বের নাগরিক সমাজ একে অন্যের অতি নিকটে চলে এসেছে। উদ্দীপকে রোহান কম্পিউটার সায়েন্সে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিলাভ করেছে। ইন্টারনেট ব্যবহার করে সে বিভিন্ন দেশের সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করেছে। এছাড়া সে

বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার তৈরি করে দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন কোম্পানিতে বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করে। আদিয়ান লেখাপড়া, কর্মক্ষেত্র সবই তথ্য ও প্রযুক্তির সাথে সম্পর্কিত। এছাড়া তার ইন্টারনেটের ব্যবহারও তথ্য ও প্রযুক্তির ব্যবহারকেই নির্দেশ করে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে সামাজিকীকরণের তথ্য ও প্রযুক্তির প্রভাব ফুটে উঠেছে।

ঘ তথ্য ও প্রযুক্তির প্রভাবেই আমরা একই ছাতার নিচে বসবাস করছি।

আইসিটি বা তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি আধুনিক সময়ে বিপ্লব সাধন করেছে। পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তের মানুষের সাথে ঘরে বসে যোগাযোগ করা সম্ভব হচ্ছে আইসিটির বদৌলতে। মোবাইল ফোন, স্যাটেলাইট চ্যানেল, অনলাইন সংবাদপত্র, সামাজিক যোগাযোগের বিভিন্ন মাধ্যম (যেমন Facebook, Twiter ইত্যাদি), বিভিন্ন বিনোদন সাইট এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে মানুষ সহজেই সারাবিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের সাথে যোগাযোগ করতে পারছে। এতে তাদের ভিন্ন চিন্তাধারা, সংস্কৃতি, পরিবেশ, জীবনধারা, সমাজ, অর্থনীতি, ধর্ম ইত্যাদি সম্পর্কে জানার সুযোগ হচ্ছে। পারস্পরিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে মানুষ নিজের অজান্তেই বিভিন্ন নতুন বিষয়ে অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছে। জীবনযাত্রা, খাবার-দাবার, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদির ওপর এর প্রভাব দেখা যাচ্ছে। পারস্পরিক এ আদান-প্রদান, সামাজিকীকরণে এক বড় ভূমিকা পালন করছে। সামাজিকীকরণ হয়ে উঠেছে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বিস্তৃত। ব্যক্তি মানুষ পরিণত হচ্ছে বৈশ্বিক ব্যক্তিত্বে, ধারণ করছে বহুজাতিক বৈশিষ্ট্য। যেমন আমাদের দেশের মানুষের মধ্যে পোশাক-পরিচ্ছদে যে বৈচিত্র্য দেখা যায়, তা আমাদের নিজস্ব নয়, বৈশ্বিক সংস্কৃতি দ্বারা দারুণভাবে প্রভাবিত। আমাদের দেশে বর্তমানে বহুল ব্যবহৃত একটি বাদ্যযন্ত্র হলো ভুভুজেলা, যা এসেছে বিশ্বকাপ ফুটবলে ব্রাজিলে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রের অনুকরণে। ডিশ চ্যানেল দেখে আমাদের দেশেও এটি আত্মীকৃত হয়েছে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, তথ্য প্রযুক্তির প্রভাবে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ও নির্ভরশীলতা তৈরি হয়েছে, ফলে আমরা একই ছাতার নিচে বসবাস করছি।

প্রশ্ন ▶ ৫ সম্প্রতি ভারতের উচ্চ আদালত হিজড়েদের তৃতীয় লিঙ্গ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এর মধ্য দিয়ে হিজড়েরা সামাজিক, মানবিক তথা নাগরিক অধিকার ভোগ করার আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি পেল। আদালতের যুক্তি ছিল— হিজড়েরা স্বাভাবিক মানুষ হলেও তাদের অস্বাভাবিক আচরণের কারণ হলো সামাজিকভাবে তাদের স্বাভাবিক মানুষ হতে দেওয়া হয় না বরং তাদের হিজড়েকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। তাই তারা মানুষের মূলস্রোত থেকে দূরে সরে যায়। *◀ শিখনফল- ২ ও ৫*

ক. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য কী? ১

খ. সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া কতদিন চলতে পারে— বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. উদ্দীপকে কোন বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? সমাজজীবনে উক্ত প্রক্রিয়া কিভাবে সম্পন্ন হয়-তা আলোচনা করো। ৩

ঘ. এ প্রক্রিয়ায় বিশ্বায়ন ও তথ্য প্রযুক্তির প্রভাব বর্ণনা করো। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ হলো শিক্ষার্থীকে পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলতে পারার জন্য প্রস্তুত করা।

খ সামাজিকীকরণ জীবনব্যাপী একটি প্রক্রিয়া, যা জন্ম থেকে শুরু হয়ে মৃত্যু পর্যন্ত চলতে থাকে।

সামাজিকীকরণ ছাড়া ব্যক্তির পক্ষে সমাজে বসবাস বা টিকে থাকা কোনোটিই সম্ভব নয়। ব্যক্তি প্রতিনিয়ত সামাজিকীকরণের বিভিন্ন মাধ্যমসমূহের দ্বারা সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মধ্যে চলছে কারণ সামাজিকীকরণের মাধ্যমে একজন মানুষ পূর্ণাঙ্গ মানুষে পরিণত হয়।

গ উদ্দীপকে সামাজিকীকরণের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কারণ সম্প্রতি ভারতের উচ্চ আদালতে হিজড়েরা তৃতীয় লিঙ্গ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এর মধ্যে দিয়ে তারা সামাজিক, মানবিক তথা নাগরিক অধিকার ভোগ করবে। স্বাভাবিক মানুষ হলেও হিড়েরা সামাজিকভাবে সমাজে বেড়ে উঠতে পারে না। অর্থাৎ তারা সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া হতে বঞ্চিত হয়। কিন্তু আদালতের এ রায়ের মাধ্যমে তারা সমাজে অন্যান্য মানুষের মতো স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠতে পারবে। এর ফলে তাদের সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে।

সামাজিকীকরণ একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। শিশুর জন্মের পর হতে মৃত্যু পর্যন্ত বিভিন্ন মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জন ও খাপ খাওয়ানোর প্রক্রিয়াই সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া। মানবশিশু জন্মের পর প্রথমে মায়ের এবং পরবর্তী সময়ে বাবা ও অন্যান্য সদস্যদের সংস্পর্শে আসে। পরিবারের সকল সদস্যের আচরণ শিশুর আচরণকে প্রভাবিত করে। এরপর শিশু পরিবারের বাইরের পরিবেশ যেমন- খেলার সাথি, পাড়া প্রতিবেশী, বিদ্যালয়, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি থেকে অভিজ্ঞতা অর্জন করে। শিশু যে সমাজে বড় হচ্ছে সে সমাজের প্রথা, মূল্যবোধ, রীতিনীতি , আচার-আচরণ প্রভৃতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করে সমাজের সাথে খাপ খাইয়ে চলতে শেখে এবং সামাজিক মানুষে পরিণত হয়।

ঘ সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় বিশ্বায়ন ও তথ্য প্রযুক্তির প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বিশ্বায়নের ফলে আজ সারা বিশ্বের মানুষ যেন একটি পরিবারের সদস্য। পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তের মানুষের সাথে ঘরে বসে যোগাযোগ করা সম্ভব হচ্ছে আইসিটির বদৌলতে। মোবাইল ফোন, স্যাটেলাইট চ্যানেল, অনলাইন সংবাদপত্র, সামাজিক যোগাযোগের বিভিন্ন মাধ্যম যেমন- (ফেসবুক, টুইটার ইত্যাদি) বিভিন্ন বিনোদন

সাইট এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে মানুষ সহজেই সারাবিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের সাথে যোগাযোগ করতে পারছে। এতে তাদের বৈচিত্র্যপূর্ণ চিন্তাধারা, সংস্কৃতি, পরিবেশ, জীবনধারা, সমাজ, অর্থনীতি, ধর্ম ইত্যাদি সম্পর্কে জানার সুযোগ হচ্ছে। পারস্পরিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে মানুষ নিজের অজান্তেই বিভিন্ন বিষয়ে অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছে। জীবনযাত্রা, খাবার-দাবার, পোশাক পরিচ্ছদ ইত্যাদির ওপর এর প্রভাব দেখা যাচ্ছে। পারস্পরিক এ আদান-প্রদান সামাজিকীকরণে এক বড় ভূমিকা পালন করছে। সামাজিকীকরণ হয়ে উঠেছে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বিস্তৃত। ব্যক্তি মানুষ পরিণত হচ্ছে বৈশ্বিক ব্যক্তিত্বে, ধারণ করছে বহুজাতিক বৈশিষ্ট্য। যেমন আমাদের দেশের মানুষের মধ্যে পোশাক-পরিচ্ছদে যে বৈচিত্র্য দেখা যায় তা আমাদের নিজস্ব নয়, বৈশ্বিক সংস্কৃতি দ্বারা দারুণভাবে প্রভাবিত।

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, বিশ্বায়ন এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রভাবে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উপাদান বি ভন্নভাবে প্রভাবিত, পরিবর্তিত বা পরিবর্ধিত উপাদান অনুরূপভাবে পরিবর্তন করতে ভূমিকা পালন করছে।

প্রশ্নব্যাংক

➤ উত্তর সংকেতসহ প্রশ্ন

প্রশ্ন ▶ ৬ নাজমা বেগম গ্রামের মাদ্রাসা হতে শিক্ষা লাভ করেন এবং এক মাওলানার সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। কিছুদিন পর এক ছেলে সন্তান লাভ করেন। তিনি তার একমাত্র ছেলে আরিফকে একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করে দেন। ধীরে ধীরে সে তার বিবেকবোধ ও চেতনাকে জাগ্রত করে তার সামাজিক মূল্যবোধকে বিকশিত করে। এক্ষেত্রে তার মায়ের ভূমিকা মুখ্য বলে সে মনে করে সে সমাজের সকলের সাথে চলতে তার কোনো সমস্যা হয় না। *◀ শিখনফল-৩*

ক. কোনটি শিশুর প্রাথমিক বিদ্যালয়? ১

খ. শিশুর সামাজিকীকরণে পরিবার কেন গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম? ২

গ. আরিফের সামাজিকীকরণে কোন বিষয়টি ভূমিকা পালন করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, নাজমা বেগমের মত মা সন্তানের সামাজিকীকরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে? মতামত দাও। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক পরিবারই শিশুর প্রাথমিক বিদ্যালয়।

খ শিশুর সামাজিকীকরণে পরিবার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে কারণ সামাজিক অনুশাসন তথা বিধিনিষেধের শিক্ষা শিশু তার পরিবারের মাধ্যমেই লাভ করে।

সামাজিক জীব হিসেবে সমাজে বসবাস করতে গেলে মানুষকে প্রতিনিয়তই তার চারপাশের মানুষের সংস্পর্শে আসতে হয়। পারস্পরিক ভাবের আদান-প্রদান, মতবিনিময়, সহযোগিতা, প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হতে হয়। শিশু-কিশোরদের এ গুণাবলি অর্জনে পরিবার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্যে অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ সামাজিকীকরণে ধর্মের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো।

ঘ সামাজিকীকরণে পরিবার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে—বক্তব্যটি বিশ্লেষণ করো।

প্রশ্ন ▶ ৭ একাদশ শ্রেণির ছাত্র রিফাত। তার বয়সী অন্যান্য ছেলে-মেয়েদের মতো আচরণ করে না। সে একাকী থাকতে পছন্দ করে। ক্লাসের সহপাঠীদের সঙ্গে কথাও বলতে চায় না। বাবা-মা তাকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য তার প্রিয় ক্রিকেট খেলার জন্য সঙ্গী সাথীদের সাথে নিয়মিত মাঠে পাঠায়। এতে তার জীবনে অনেক পরিবর্তন আসে। *◀ শিখনফল- ৩ ও ৪*

ক. কীসের ওপর তথ্য ও প্রযুক্তির ব্যাপক প্রভাব রয়েছে? ১

খ. সমাজকে সুন্দর করতে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার প্রয়োজন কেন? ২

গ. অনিকের সামাজিকীকরণের কোন উপাদানের ভূমিকা বেশি? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে রিফাতের সামাজিকীকরণে আরও কী কী মাধ্যম ভূমিকা পালন করতে পারে সে সম্পর্কে মতামত দাও। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিভিন্ন সংবাদ ও গণমাধ্যম সংগঠনের ওপর।

খ সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া সমাজস্থ ব্যক্তিদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগে উৎসাহ জোগায়। যার ফলে পারস্পরিক দূরত্ব দূরীভূত হয়ে ব্যক্তিজীবন তথা সামাজিক জীবন সুন্দর ও উপভোগ্য হয়ে ওঠে।

সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া ব্যক্তিকে দলের অন্য সদস্যদের সাথে মিলেমিশে থাকার ক্ষেত্রে সক্ষম করে তোলে। গোষ্ঠীজীবন ও সামাজিকীকরণ ছাড়া ব্যক্তির পক্ষে সমাজে বসবাস বা টিকে থাকা সম্ভব নয়। সামাজিকীকরণের জন্যই ব্যক্তি সমাজের সদস্য হিসেবে তার নিজের জন্য অসম্মানজনক বা সমাজের জন্য ক্ষতিকর এমন কোনো কাজ করতে উৎসাহী হয় না।

সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্যে অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ সামাজিকীকরণে সঙ্গীদলের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো।

ঘ সামাজিকীকরণে পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও গণ মাধ্যমের ভূমিকা বিশ্লেষণ করো।